রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৪২—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকারের কাছ থেকে তিনি এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২। এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪/২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ ৪.০০ টাকা

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ / ২৭ নভেম্বর ২০১৭

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে হাউজ অব কমন্স-এর স্পিকারের কাছ থেকে তিনি এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

যুক্তরাজ্যের অনগ্রসর, বঞ্চিত ও নিম্ন-প্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তিতে শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে প্যাচওয়ার্ক ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর রাজনীতিকদের উক্ত কর্মপরিধিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য পুরস্কৃত করে থাকে।

মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক ১৯৮২ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনের কিংস কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এবং রাজনীতি, নীতি ও সরকার বিষয়ে দুইটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১৫ সালে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর মিজ্ টিউলিপ লেবার পার্টি নেতা জেরেমি করবিনের ছায়া মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হন। পরে তিনি পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট বিলের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণপূর্বক লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি গত ৮ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনী এলাকায় লেবার পার্টি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর দৌহিত্রীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং বিদেশে রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার ধারাবাহিকতায় 'লেবার নিউকামার এমপি অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়া মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, সমাজের মূলধারায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ, রাজনৈতিক মহলে ও সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা প্রতিভাত করে।

এ প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মিজ্ টিউলিপ সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd